যায়যায়দিন

তারিখ 12 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মান নিশ্চিত করতে মার্চে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

সাথীয়া খান

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার মান নিশ্চিত এবং সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে আগামী মার্চে অনুমোদন হচ্ছে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল। ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম গতকাল যায়যায়দিনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর শিক্ষার মান, ছাত্র সংখ্যা, মানসম্মত শিক্ষক, প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো প্রভৃতি এ কাউন্সিলের মাধ্যমে দেখা হবে। এমনকি শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়াও তদারকি করবে এ কাউন্সিল। স্কোরিংয়ের মাধ্যমে ইউনিভার্সিটির মানও নির্ধারণ করা হবে।

বাংলাদেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থীদের দেশেই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে সরকার ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি করে। পরের বছর থেকে বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো তাদের কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো ইউজিসির নীতিমালা না মেনে ব্যবসায়িক স্বার্থে শিক্ষাকে বাণিজ্যে পরিণত করেছে। লাভজনক দেখে দেশে বেসরকারি ইউনিভার্সিটির সংখ্যাও বেড়েছে।

বেসরকারি ইউনিভার্সিটি স্থাপন করতে পাচ একর জায়গা, পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো, মানসম্মত শিক্ষক, গবেষণাগার প্রভৃতি থাকার কথা থাকলেও ইউনিভার্সিটিগুলো তা মানছে না। নিয়মনীতি ছাড়াই তারা তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। এমনকি এসব ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রিরও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এসব ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে ব্যবসায়িক স্বার্থ বিবেচনায় রেখে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য পাচ শতাংশ আসন সংরক্ষণ এবং তাদের বিনা বেতনে পড়ালেখার সুযোগ দেয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ ইউনিভার্সিটিই তা মানছে না। ভর্তি থেকে শুরু করে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি, ক্লাস টেস্ট, সেমিস্টার ফাইনাল, পুনঃভর্তি ফি, উন্নয়ন ফিসহ নানা খাতে বিশাল অঙ্কের টাকা দিতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এতো টাকা ব্যয় করেও শিক্ষার্থীরা প্রতারিত হচ্ছে। এমন অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যারা ইউজিসির অনুমোদন না নিয়ে বিভিন্ন বিভাগ খুলে শিক্ষার্থী ভর্তি করে কার্যক্রম চালাচ্ছে।

এ ধরনের ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে সে সার্টিফিকেট নিয়ে শিক্ষার্থীরা কি করবে তা নিয়েও রয়েছে সংশয়। অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল চালু হলে এসব সমস্যার সমাধান হবে বলে জানান নজরুল ইসলাম।

১৯৯২ সালে প্রণীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং সংশোধিত ১৯৯৮-এর আইনের ৬ নাম্বার ধারায় বলা আছে, সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট না নিয়ে বেসরকারি ইউনিভার্সিটি স্থাপন বা পরিচালনা করা যাবে না অথবা কোনো বিদেশি ইউনিভার্সিটির অধীনে বাংলাদেশে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা বা সার্টিফিকেট দেয়া যাবে না। কিন্তু এ আইনের কার্যকারিতার অভাবে গত কয়েক বছরে দেশে একের পর এক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি চালু হতে থাকে। ২০০৬ সালে ইউজিসি শিক্ষার নামে প্রতারণার অভিযোগে এমন বেশ কয়েকটি ইউনিভার্সিটির স্বীকৃতি বাতিল করে। কিন্তু এখনো অনেক ইউনিভার্সিটি ইউজিসির শর্ত পূরণ না করেই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে উচ্চ শিক্ষার নামে প্রতারণা বন্ধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে ২০০৮ সালের ৮ মে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বিদেশি ইউনিভার্সির ৫৬টি দেশি-বিদেশি শাখা বন্ধ করে দেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি বিদেশি ইউনিভার্সিটির শাখা হিসেবে যে ৫৬টি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ধানমন্ডির ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, লালামাটিয়ায় নর্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, জেমস কুক ইউনিভার্সিটি, গুলশানের ক্যামব্রিয়ান কলেজ কানাডা, বনানীর ম্যানচেস্ট ইন্সটিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনলজি, ধানমন্ডির হেডওয়ে ইন্সটিটিউট অফ বাংলাদেশ এবং সেন্টার ফর ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট, বনানীর ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ আমেরিকা, সিলেটের ইন্সটিটিউট অফ বিজনেস অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনলজি, খুলনার অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম ও ধানমন্ডির ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি ইউএসএ, রাজধানীর জিগাতলার আটলান্টিক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, গুলশানের পারদানা কলেজ অফ মালয়শিয়া, পান্থপাথের গ্রিনভ্যালি ইউনিভার্সিটি ও বিলগাওয়ে রেল গেট এলাকার ফরেন এডুকেশন সার্ভিসেস বাংলাদেশ। এর মধ্যে কয়েকটি ইউনিভার্সিটি হাই কোর্টে রিট করেছে।

এসব ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে নজরুল ইসলাম বলেন, বিদেশি ইউনিভার্সিটির শাখা পরিচালনার জন্য আইন হচ্ছে। আইনের আওতায় এসে তারা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।